বাবার বাড়ি যাওয়া হলোনা সফেদার, পথেই হলেন লাশ

ভাস্তের বিয়ের জন্য বাবার বাড়ি যাচ্ছিলেন সফেদা খাতুন। তার আগেই পথেই হলো লাশ। বাবার বাড়ি যাওয়া হলোনা সফেদা খাতুনের(৫৫)।পথেই মোটরসাইকেল কেড়ে নিলে প্রাণ।

আজ রবিবার (১৪ আগষ্ট) সকালের দিকে গাংনী-হাটবোয়ালীয় সড়কের গোপালনগর বাজারের উপর চার রাস্তার মোড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় সফেদা খাতুনকে একটি মোটরসাইকেল চাপা দিলে মারাত্বক আহত হন তিনি। স্থানীয়রা আহত সফেদা খাতুনকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী ও সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে বেলা ২ টার দিকে মারা যান তিনি।

নিহত সফেদা খাতুন গোপালনগর গ্রামের আব্দুর রহমানের স্ত্রী।

গোপালনগর গ্রামের সাবেক ইউপি মেম্বর আযাদ পারিবারিব সূত্রের বরাত দিয়ে বলেন, সফেদা খাতুনের ভাস্তের বিয়ে। সকালের দিকে উঠে তড়িঘড়ি করেই তার বাবার বাড়ি মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনাডাঙ্গা গ্রামে যাচ্ছিলেন। নিহতের ছোট ছেলে সজিব হোসেন তাকে মোটরসাইকেলে করে গোপালনগর মোড়ে রেখে চলে যান। সফেদা খাতুন ভ্যানে চড়ার জন্য রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এসময় একটি মোটরাসাইকেল তাকে চাপা দিলে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে মারাত্বক আহত হন তিনি। এসময় মোটরসাইকেল চালকও আহত হন।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

হাসপাতালের রোগীদের প্রলোভন

দেখিয়ে ক্লিনিকে নিয়ে হয়রানী ও অর্থ লুটে নেয়

মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাসপাতালে দালাল চক্রের ৪ সদস্য প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে অর্থদন্ড করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের আরডিসি হুমায়ন কবির।

আজ রবিবার (১৪ আগষ্ট) দুপুরের দিকে এ অভিযান পরিচালনা করেন তিনি।

এরা হলেন, মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার মজিবর রহমানের ছেলে শামসুল আলম (৪৫), হঠাৎপাড়া এলাকার রবিউল ইসলামের ছেলে উজ্জল হোসেন (২৩) সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের সামসুল ইসলামের ছেলে রকিব উদ্দীন (২৭) ও একই গ্রামের আসারুল ইসলামের ছেলে জামাল উদ্দীন (২৩)।

এর আগে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলমের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি টিম ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে দালান চক্রের এই ৪ সদস্যকে আটক করেন।

আটক দালাল চক্রের এই ৪ সদস্যকে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেহেরপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হুমায়ুন কবিরের আদালতে নিলে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর ৭(১) ধারায় তাদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে অর্থদন্ড করা হয়।

ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, দন্ডিত দালাল চক্রের এই চারজন বিভিন্ন ক্লিনিকে দালাল হিসেবে কর্মরত। তারা মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে আসা রোগীদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ক্লিনিকে নিয়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন ভাবে রোগীদের ফাঁন্দে ফেলে হয়রানী ও অর্থ লুটে নেয়।

ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারকের কাছে দালাল চক্রের এই সদস্যরা মানুষকে হয়রানী করার দোষ স্বীকার করায় ভ্রাময়মান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাদের প্রত্যেককে ১০০০ টাকা করে জরিমানা

করেন।

গাংনীতে মাদক সেবনের দায়ে যুবকের এক মাসের কারাদন্ড

গাংনীতে মাদক সেবনের দায়ে আলামিন হোসেন ওরফে (২০) কে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫শ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে আদালত পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

দন্ডিত আলামিন হোসেন গাংনী পৌরসভা এলাকার চৌগাছি ডিগ্রী কলেজপড়া এলাকার সিনারিল ইসলামের ছেলে।

এর আগে গাংনী থানার এসআই আতিকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ ক্যাম্পাসে অভিযান চালিয়ে মাদক সেবনকালিন সময় তাকে আটক করেন পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মৌসুমী খানম বলেন, ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রনে ৩৬ (১) এর ন্বারণী এর ২১ ধারা, মোতাবেক আলামিন ১ মাসের কারাদন্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

দন্ডিত জনিকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে বইছে নির্বাচনী হাওয়া, ভোট সেপ্টেম্বরে

ইউপি নির্বাচনের আমেজ কাটতে না কাটতেই ঝিনাইদহ পৌর নির্বাচন নিয়ে আলোচনা। আগামী সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই পৌর

নির্বাচন সম্পন্নের প্রস্তুতি গ্রহণে নির্দে দিয়েছেন হাইকোর্ট।

মূলত এরই সূত্র ধরে শুরু হয়েছে নির্বাচনী আলোচনা সমালোচনা। ঝিনাইদহ সদর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এ আলোচনা সর্বত্রই। বাজারের চায়ের স্টল, হাট, ঘাট, মাঠ সর্বত্রই চলছে নির্বচনী আলোচনা। মোট কথা ৩ জন থেকে ৫ জন ভোটার একত্রিত হলেই শুরু হয়ে যায় নির্বাচনী আলোচনা।

ঝিনাইদহের সর্বসাধারণের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, প্রার্থীরা ইতোমধ্যে অনেকটাই দৃশ্যমান। প্রার্থীরা এখন বিভিন্ন সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে, এলাকার খেলাধুলার অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে জনগণের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছেন।

ঝিনাইদহ পৌর নির্বাচনে প্রতীক পেয়েছেন মেয়র পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা চার প্রার্থী। নৌকা প্রতীক নিয়ে আওয়ামী লীগের প্রবীণ ও ত্যাগী নেতা আব্দুল খালেক, নারকেলগাছ প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী ওরফে হিজল, মোবাইল প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী মিজানুর রহমান ওরফে মাসুম এবং হাতপাখা নিয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

ঝিনাইদহ পৌরসভায় মোট ভোটার ৮২ হাজার ৬৯৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪০ হাজার ৪৪৬ জন ও নারী ভোটার ৪২ হাজার ২৪৯ জন।

ঝিনাইদহ পৌর নির্বাচনে এখনো পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছেন ঝিনাইদহের কৃতিসন্তান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন প্রবীণ ও ত্যাগী নেতা আব্দুল খালেক। তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৭২-১৯৭৩ সালে ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে রাজনীতির হাতেখড়ি শুরু। ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে জি,এস ঝিনাইদহ কেসি কলেজ ছাত্র সংসদ।

১৯৭৬-১৯৭৮ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের আহবায়ক। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ঝিনাইদহ পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পদাকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালতে রত আছেন।

দীর্ঘ রাজনীতিতে কোন চাপে বা কোন লোভে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি। সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবানে খালেক বলেন, আমাকে নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র করেছিলো কিন্তু আল্লাহ সহায় থাকলে কেউ কোন ক্ষতি করতে পারে না। জনসমর্থন আদায়ে মাঠে রয়েছি। শহরে নৌকার পক্ষে নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে প্রচার প্রচারনা। সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ।

জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়ন আ.লীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে সীমান্ত ইউনিয়নের যাদুবপুর সরকারি প্রাথামিক বিদ্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সীমান্ত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মালেক মোল্লার সভাপতিত্বে বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবু মো. আব্দুল লতিফ অমল, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম মোর্তুজা,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান,দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ইসা, সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ইসাবুল ইসলাম মিল্টন প্রমুখ।

সভায় বক্তারা এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করায় সংসদ সদস্য আলী আজগার টগরের প্রশাংসা করেন। তাঁরা এলাকার বেহাল সড়কগুলো সংস্কারের দাবি জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য আলী আজগার টগর বলেন, এলাকার বেহাল সড়কগুলো সংস্কারের জন্য কথা দেন।এবং তিনি আওয়ামী লীগ

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এলাকার সাধারন জনগনের মধ্যে তুলে ধরেন।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সাবিক পরিচালনা করেন সীমান্ত ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সেকেন্দার আলী।

কোটচাঁদপুরে দুই চোর আটক

শেষ রক্ষা হল চোরেদের। আলমসাধু চুরি করে পালানোর সময় হাতে-নাতে ধরা পড়েছেন তারা। পরে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে। শনিবার সকালে এ ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের কাশিপুর গ্রামে।

আলমসাধুর মালিক ইসমাইল হোসেন বিশু বলেন, প্রতিদিনের মত শুক্রবারও আলমসাধু বাড়ি উঠানে রাখি। রাত ২টা বাজে। হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে দেখতে পায় আলমসাধু নাই। এরপর ঘর থেকে বের হতেই চোরেরা আলমসাধু নিয়ে পালাচ্ছে।

এ সময় তাদেরকে ধাওয়া করে পিছু নিই। পরে আমি আমার কালিগঞ্জের এক স্বজনকে মোবাইলে বিষয়টি জানায়। এ খবরে তারা সড়কে এসে আলমসাধুটি ধরে ফেলে। দৌড়ে পালায় চোরেরা।

পরে তারা চোরেদের পিছু নিয়ে সুমন নামের একজন ধরে ফেলেন। এরপর তারা চোর সহ আলমসাধুটি কোটচাঁদপুর থানায় সোপর্দ করেন। এদিকে চোর ধরা পড়া খবরে ছুটে আসেন কোটচাঁদপুরের দুই আলমসাধুর মালিক। যার মধ্যে রয়েছে মিন্টু রহমান ও সিরাজুল ইসলাম।

তারা বলেন, সম্প্রতি তাদের আলমসাধু চুরি হয়ে গেছে। আমাদের বিশ্বাস আলমসাধু দুইটি তারাই নিয়েছে। পরে সুমনের স্বীকারাক্তি অনুযায়ী বড়বামনদহ গ্রামে মোহাম্মদ আলী কে গ্রেফতার করেন পুলিশ। সে ওই গ্রামের আব্দুল মোতালেব হোসেনের ছেলে। সুমন কোটচাঁদপুর পৌরসভার গাবতলা পাড়ার আব্দুর রহিমের ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক মোঃ হাসানুর রহমান জানান, জনগন চোরসহ আলমসাধু আটকে পুলিশে সোপর্দ করেছেন। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ভুক্তভোগী মৎস্যজীবিদের মানববন্ধন

লুট করা টাকা ফেরত ও হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন ভুক্তভোগী মৎস্যজীবিরা। গতকাল শনিবার বিকাল ৫ টার সময় জগদীশপুর হালদার পাড়ার বাওড়ের তীরে এ মানববন্ধন করেন তারা।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলার বেশ কয়েকটি বিল, বাওড় রয়েছে। যার মধ্যে জগদীশপুর বাওড় অন্যতম। এ বাওড় ঘিরে বসবাস করেন ৫৩ ঘর মৎস্যজীবি। যারা এ বাওড়ের মৎস্য আহরন করে জীবিকা চালায়।

তবে এ বাওড় চাষ করতে গিয়ে তাদেরও পোহাতে হয় অনেক ধরনের ঝামেলা। শুক্রবার রাতের ঘটে যাওয়া ঘটনা তাঁর বহিঃপ্রকাশ। এ ঘটনা নিয়ে এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এ সব থেকে রেহাই পেতে শনিবার জগদীশ বাওড়ের তীরে মানববন্ধন করেন। এ সময় মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের প্রায় ২ শতাধিক নারী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধনে বক্তব্যে ভুক্তভোগী মৎস্যজীবি ও সমিতির সভাপতি নারায়ন মন্ডল বলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলার সব থেকে পুরাতন সমিতি আমাদের। এ সমিতির আওতায় আমরা এ বাওড়ে মাছ চাষ করে থাকি।

এবারও ২০২১ সালের দিকে বাওড়ের ডাক পায় ওই সমিতি। এরপর থেকে সমিতির সাধারন সম্পাদক কানাই হালদার একটা গ্রুপ করে আমাকে বাদ দিয়ে মাছ করছিল। চাষে ১৪ লাখ টাকা লোকসান দেখান তারা।

এ সব বিষয় নিয়ে শুক্রবার মিটিংয়ে বসা হয় স্থানীয় পুজা মন্ডপে। এ সময় রাজিবুল, মোহাম্মদ আলীসহ কয়েক মটরসাইকেল করে ঘটনাস্থলে আসেন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে। ওই সব দেখে মিটিং থেকে সবাই দৌড়ে পালায়।

এ সময় মিটিং স্থলে থাকা সমিতির প্রায় ১২ লাখ টাকা নিয়ে যায় তারা। তিনি বলেন, মোহাম্মদ আলী আমাদের কাছে মাছের পোনার টাকা পেত। ওই টাকা দেওয়ার কথা ছিল বৃহস্পতিবার।

তবে ওই দিন মিটিং না হওয়ায় টাকা দেয়া সম্ভব হয়নি। নারায়ণ মন্ডল বলেন, আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। বাওড়টি চাষ করে আমাদের জীবিকা চলে। আর তাতে বাদ সাধে ওই গ্রুপের লোকজন। আমরা তাদের হাত থেকে রেহাই পেতে চাই। এ বিষয়ে সকালে কোটচাঁদপুর মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

অভিযুক্ত রাজিবুল ইসলাম বলেন, নারায়ন মন্ডল বিএনপি করে। এ কারনে চেয়ারম্যানের নির্দেশে তাকে বাওড়ের তীরে যাওয়া নিষেধ ছিল। বাওড়টি চাষ করছিল সমিতির সাধারণ সম্পাদক কানাই হালদার। তাকে তারা চোর সাজিয়ে এক পেশ করে রেখেছে।

তিনি বলেন, তারা হালদার। তাদের সঙ্গে আমার কোন সমস্যা নাই। তবে মোহাম্মদ আলীর কাছ থেকে মাছের পোনা কেনার সময় আমি ওই টাকার জামিনদার ছিলাম। এ কারনে তাদের ওখানে যাওয়া।

তারা আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করেছেন, তা সব মিথ্যা। তবে টাকা নিয়ে হালকা কথা কাটাকাটি হয়েছিল। আপনার কোন দলীয় পরিচয় আছে কিনা, জানতে চাইলে তিনি বলেন না কোন দলীয় পদ নাই।

এ প্রসঙ্গে সমিতির সাধারণ সম্পাদক কানাই হালদার জানান, আমিও মিটিংয়ে ছিলাম। যারা টাকা পাবে তারা গিয়েছিল। যার মধ্যে ছিল রাজিবুল,মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ আলীর ছেলে। আর যে টাকার কথা বলছে, সেটা মিথ্যা। আমাদের সমিতির টাকাই নাই। সমিতি চলছে লোকসানে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক ফরিদ হোসেন বলেন,জগদীশ বাওড়ের ঘটনা নিয়ে একটা অভিযোগ হয়েছে। তারা বলেছেন, বাওড়ে চাষ করলে বিবাদের টাকা দিতে হবে।

টাকা দিতে অপরগতা জানালে ১৩ তারিখ রাতে তারা এসে আমাদের উপর হামলা করেন। এ সময় তাদের কাছে ১২ লাখ টাকা তারা ছিনিয়ে নেন বলে তারা জানান।

মেহেরপুর শহরে ৪ যুবক গ্রেফতার । চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার উদ্ধার

মেহেরপুর সদর ফাঁড়ি পুলিশের অভিযানে চুরির অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ৪ যুবক গ্রেফতার ও চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে।
আটকরা হলো, মেহেরপুর শহরের তাহের ক্লিনিক রোড নতুন শেখপাড়া এলাকার মহিনুল আলমের ছেলেরোকনুজ্জামান রোকন, মেহেরপুর শহরের ৭নং ওয়ার্ড মল্লিকপাড়া এলাকার মৃত ইকবাল খানের ছেলে আকাশ আহম্মেদ খান, গোরস্থান পাড়া এলাকার আমিরুল ইসলামের ছেলে আসাদুজ্জামান ও গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের মোহাম্মদ আলী হোসেনের ছেলে রুবেল হোসেন।
এদের স্বীকারোক্তিতে চুরি যাওয়া ১জোড়া স্বর্ণের বালা, ১ জোড়া স্বর্ণের দুল, ১টি মোবাইল ফোন, নগদ ১৩০০ টাকা এবং চুরির কাজে ব্যবহৃত লোহার শাবল উদ্ধার করে হয়েছে।
শুক্রবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে শহর ফাঁড়ি পুলিশের এসআই সোহরাব হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই চারজনকে আটক করেন।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ বলেন, সম্প্রতি শহরের বিভিন্ন এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটে। এসব চুরির ঘটনায় তাদেরকে শনাক্ত করে পুলিশ নিশ্চিত হয়েই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তাদের স্বীকারোক্তিতে চুরি যাওয়া বিভিন্ন মালামাল উদ্ধার করা হয়। আটক এই চার জনের বিরুদ্ধে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পূর্বের একাধিক চুরির অপরাধে মামলা আদালতে চলমান ।

গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে

মেহেরপুরে পঁচা গরুর মাংসসহ একজন গ্রেফতার

মেহেরপুরে পঁচা গরুর মাংসসহ শুকুর আলীর নামের এক মাংস ব্যবসায়ীকে হাতেনাতে গ্রেফতার বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত।

পরে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ্ এ আদেশ প্রদান করেন।

দণ্ডিত শুকুর আলী মেহেরপুর শহরের চক্র পাড়ার মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে।

আজ শনিবার (১৩ আগস্ট) মেহেরপুরের বড় বাজার হতে একজন মাংস ব্যবসায়ীকে পঁচা মাংসসহ গ্রেফতার করা হয়েছে।

তার বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে নিরাপদ খাদ্য আইনে মামলা করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সদর উপজেলা স্যানিটারি পরিদর্শক তরিকুল ইসলাম মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, বড় বাজারে শুকুর আলী নামের এক মাংস ব্যবসায়ী পঁচা গরুর মাংস বিক্রি করছেন জানতে পেরে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত সেখানে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় সেখান থেকে ৫কেজি পঁচা মাংসসহ তাকে গ্রেফতার করে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ্ স্যারের আদালতে হাজির করা হলে তাকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [